Living the Lotus

Buddhism in Everyday Life

8
2023
VOL. 215

রিস্‌সো কোসেই-কাই শ্রীলঙ্কা বাঞ্চের ২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (রজত জয়ন্তী) উদযাপন

Living the Lotus
Vol. 215 (August 2023)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editors: Staff members of Bangladesh Dharma Center

Living the Lotus is published monthly by Rissho Kosei-kai International, Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

নিশ্চিন্তে বাঁচার জন্য

রেভারেন্ট নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

সকল দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর উপায়

স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় বলা হয়েছে "অসুস্থ কিংবা দুর্বলতা না থাকলে স্বাস্থ্যকর অবস্থা বলা যায় কেবল এমন নয়, শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে ও সামাজিকভাবে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট থাকার অবস্থাই হলো মূলতঃ স্বাস্থ্যকর অবস্থা।" এটি সুখের সংজ্ঞার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যাহোক, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন, সিরিয়া, সুদান, মায়ানমারে চলমান গৃহযুদ্ধ, বিভিন্ন স্থানে শরণার্থী ও মানবাধিকার সমস্যা এবং জাপানে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে নানা সমস্যা ইত্যাদিতে ভরা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি দেখলে বলতে হয়, প্রকৃত অর্থে সুস্থ ও সুখী জীবনযাপন করছে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম। বর্তমানে বিশ্ব রাজনীতির বাস্তবতা হলো, এখানে সামরিক শক্তির আধিপত্য দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং দেশগুলো তাদের অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করে একে অপরকে আটকানোর চেষ্টা করছে, এর ফলে সশস্ত্র সংঘাত দমন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে শান্তিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে এমন দেশগুলোও ক্রমাগত সামরিক উত্তেজনার সম্মুখীন হচ্ছে বলা যেতে পারে।

এটা কেবল, বর্তমানে নতুনরূপে শুরু হয়েছে এমন বিষয় নয়। সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ১৯৮২ সালে সর্তক করে বলেছিলেন, "বর্তমান বিশ্বে যে কোনো মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হতে পারে, আমরা এমন একটা ভয়ানক পরিস্থিতিতে আছি।" "সকল মারণাস্ত্র ভয়-ভীতির উপর ভিত্তি করে তৈরী হচ্ছে। অন্য দেশ আমার দেশকে আক্রমণ করতে পারে এমন সন্দেহ ও ভয় থেকে নিজের দেশে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করে সামরিকভাবে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছে।" এই কারণে সেই সময় প্রতিষ্ঠাতা পারমাণবিক অস্ত্র বিলোপ ও অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণের জন্য যে স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান পরিচালনা করেছিলেন তা অত্যন্ত যৌক্তিক।

তবে, আমার দেশকে অন্য দেশ আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেবে এটা চিন্তা করলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হই। তদুপরি, দেশকে রক্ষা করা মানে নিজের জীবনকে রক্ষা করা, নিজের পরিবারকে রক্ষা করার মতোই আবেগানুভূতির বিষয়। তাই প্রতিহত করার শক্তির উপর নির্ভর করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিও বলা যায়। তবে, অন্য দেশের আগ্রাসন, ভয়-ভীতি, শত্রুতা ও নিন্দা কোনোভাবেই স্বাস্থ্যকর অবস্থা বলা যায় না। সেই অর্থে, আমাদের সত্যিকারের সুস্থ ও প্রাণবন্তভাবে জীবনযাপনের জন্য সামরিক শক্তি সম্প্রসারণের উপর নির্ভর না করে নিজের দেশকে রক্ষা করা প্রয়োজন, সেইজন্য কোনো দেশ যাতে ধ্বংস না হয় এমন উপায় সন্ধান করা ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ

করতে হবে।

যেমনটি নিজেকে ভালোবাসি

"আগষ্ট ৬, ৯, ১৫" বলে জাপানের হাইকু কবিতায় একটি বাক্যাংশ রয়েছে। ভয়াবহ পারমানবিক বোমা হামলার লোমহর্ষক অবস্থা, এবং যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের বর্ণনা সম্বলিত এই হাইকু কবিতায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য অনুশোচনা ও বিষাদ, এবং যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়েছে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৭৮ বছর পরও এখনো আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। অতএব, পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ সত্যিকার অর্থে শান্তিতে বসবাস করার মতো এমন একটি পৃথিবী অন্তরের অন্তস্থল থেকে কামনা না করে থাকতে পারি না।

প্রতিষ্ঠাতা বলেন, "যুদ্ধ এবং সংঘাত সাধারণত স্বার্থপর মনোভাব থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। বৈষম্যমূলক মনোভাব থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবজ্ঞা এবং পরশ্রীকাতরতা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এমন কুৎসিত হৃদয়কে যতক্ষণ সংযত কিংবা নিঃশেষ করা যাবে না, মানব জগৎ থেকে দ্বন্দ্ব কখনোই বিলুপ্ত হবে না।" "ধর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে এমন পরিবর্তন আনয়ন করাই শান্তির সরল পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়েছে মৈত্রী-করুণার অধিকারী হওয়া, খ্রীষ্ট ধর্মে বলা হয়েছে প্রেম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও নিশ্চয়ই অনুরূপ শিক্ষা রয়েছে। সম্প্রীতির মনোভাবকে সম্প্রসারিত করার মতো এসব শিক্ষা অনুধাবনপূর্বক, সকলেরই অপূরণীয় অতুলনীয় নিজের জীবনকে ভালোবাসতে হবে। এবং একইভাবে অন্যের জীবনের প্রতিও ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এমন একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলাই ধর্মপ্রাণ মানুষের গুরুত্বপূর্ণ মিশন বলে মনে করি। সেই উদ্দেশ্যে সংহতি ও সহযোগীতার লক্ষ্যে বিশ্ব ধর্মীয় শান্তি সম্মেলন সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমাদের মতো সাধারন মানুষের পক্ষে যুদ্ধ সংঘাত থামানো কার্যত কঠিন ব্যাপার। কিন্তু, ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের মনকে উন্নত করে সমাজ ও জাতিকে ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা সাহায্য করতে পারি। মৈত্রীকরুণার মনোভাব নিয়ে নিজের এবং অন্যদের প্রতি তাকানো, এবং অন্তরকে প্রসারিত করে নানা জাতি সম্প্রদায় এবং দেশ প্রত্যেকেই নিজের সাথে একাত্ম গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বের বিয়ষটি সকল মানুষকে কাছে ছড়িয়ে দিতে পারি। ধর্মবিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্বিশেষে, এবং কেবল আমাদের নিজের দেশ নয়, বিশ্বের সকল দেশ ও সকল মানুষকে ভালোবাসা, সহানুভূতিশীল বন্ধুত্বের পরিধিকে প্রসারিত করে, এমন একটি বিশ্ব তৈরী করা যেখানে প্রত্যেক মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

"কোসেই" আগষ্ট ২০২৩।

কার্টুন রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

শাক্যমুনি বুদ্ধের জীবনী এবং বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা

পাঁচটি ধর্মানুশাসন –– পঞ্চশীল

শাক্যমুনি বুদ্ধ, একজন বৌদ্ধ হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনযাপন করার মনোভাব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন। তৎমধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো পঞ্চশীল। "প্রাণী হত্যা না করা, অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা, ব্যভিচার না করা, মিথ্যা কথা না বলা, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন না করা।

প্রাণীহত্যা বলতে, অকারণে কোনো জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা না করা। মূল্যবান সম্পদের অপচয় না করাও এর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা বলতে চুরি না করাকে বুঝানো হয়েছে। ব্যভিচার হলো, বিপরীত লিঙ্গের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন না করে সম্পর্ককে পরিচ্ছন্ন রাখা। মিথ্যা কথা না বলা। মদ্যপান না করা, খুব বেশি খাওয়া বা পান করা থেকে সর্তক থাকা।

পাদটিকা

"ধর্মানুশাসন" হলো, ব্রত এবং অনুশাসন এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বৌদ্ধিক শব্দ। "ব্রত" হলো "একজন বৌদ্ধ সেচ্ছায় মেনে চলার শপথ গ্রহন করার নিয়মানুবর্তিতা।" আর "অনুশাসন" হলো "ধর্ম সংস্থার মধ্যে নির্ধারিত, অনুসরণ না করলে হবে না এমন কিছু নিয়ম" কে বুঝানো হয়েছে।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

সবাই বুদ্ধের সন্তান –– সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা

বৌদ্ধ ধর্মে "চুরাশি হাজার শিক্ষা" রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। এ নিয়ে হাজার হাজার ধর্মগ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষ করে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র সবচেয়ে অসামান্য পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত, এবং এই সূত্রকে সমস্ত সূত্রের রাজা হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে।

এর কারণ সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, "এই পৃথিবীর প্রত্যেকেই বুদ্ধের সন্তান এবং সবার মধ্যেই বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে।"

বৌদ্ধধর্মে, এটি দীর্ঘকাল ধরে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র ভিক্ষুরা যারা সামাজিক মর্যাদা ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন এবং কঠোরভাবে ধর্মানুশীলন করছেন তারাই কেবল বোধিজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু, একমাত্র সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, "সে একজন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হোক কিংবা সাধারণ বৌদ্ধ হোক, যে কেউ বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারবেন।"

উদাহরণস্বরূপ, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আছে এমন কাউকে দেখে আপনি কি কখনো সাহায্য করতে চান নি, কিংবা ভালো কিছু করে আপনি কি অন্তরে সতেজতা অনুভব করেছেন? বিপরীতভাবে, নিজের পিতামাতা বা বন্ধুদের সাথে মিথ্যা বলার পরে নিশ্চয়ই আপনার খারাপ লাগবে।

এর কারণ হলো আমরা সবাই বুদ্ধের সন্তান। আমরা সকলেই বুদ্ধের মতো হতে চাই এটাই তার প্রমাণ।

পাদটিকা

"সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র" রূপক তৃতীয় অধ্যায়ে, বুদ্ধের মুখনিসৃত উপদেশে বলা হয়েছে "সকল প্রাণীই আমার সন্তান।" এর অর্থ হলো "যেহেতু এই পৃথিবীর সবাই আমার সন্তান, তাই আমি কোনো বৈষম্য ছাড়াই সবার মাঝে সমানভাবে ধর্ম শিক্ষা প্রদান করবো।"

সবই বুদ্ধের বহির্প্রকাশ

আমি তোমাদের রক্ষা করব

রেভারেন্ট নিক্কিয়ো নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের “রূপক” অধ্যায়ে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে

“এই জগৎ এখন নানা প্রকার উদ্বেগ ও দুর্বিপাকে পরিপুর্ণ। একমাত্র আমিই সকল প্রাণিকে উদ্ধার ও রক্ষা করতে পারি।” এর অর্থ হল, বুদ্ধ বলেছেন, “এই পৃথিবী অনেক দুঃখ ও কষ্টে জর্জরিত, কিন্তু আমি তোমাদের রক্ষা করব, তাই তোমরা দুঃচিন্তা করোনা।” “দুঃখ” আছে বলেই, বুদ্ধের প্রজ্ঞা এবং করুণা লাভের সম্ভাবনাকে দৃঢ় করে।

আমরা যতক্ষন না উপলব্ধি করতে পারবো, বুদ্ধের আশির্বাদে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি, আমরা মানুষেরা লোভাতুর ও স্বার্থপরতা দ্বারা প্রভাবিত হবো, এবং দুঃখ থেকে কখনো পরিত্রান লাভ করতে সক্ষম হবো না। অতএব দুঃখে জর্জরিত ব্যাক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে “এখনও বুদ্ধের শিক্ষার সাথে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ হয়নি” এই অনুভূতি নিয়ে, নম্র মনোভাবের সাথে আচরণ করাই হলো বৌদ্ধ ধর্মের পথ অনুসরণকারী ব্যাক্তির ভূমিকা।

যারা জানেন যে বুদ্ধের আশির্বাদে এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি, তাদের সাথে দুঃখকষ্টে জর্জরিত ব্যাক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে, এই সমস্যার মাধ্যমে বুদ্ধের করুণা উপলব্ধি করে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবার আপনি বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারলে, এটার আলোকে বুদ্ধের শিক্ষার সাথে আপনার মনের অবস্থার তুলনা করতে পারবেন। এবং আমরা সেই অভিজ্ঞতাকে মানুষের করুণামূলক কাজে ব্যবহার করে মানুষের দুঃখকষ্টের সমাধান করতে পারব।

যত বেশি মানুষ নিজে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে পরিত্রাণ লাভ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তারা তত বেশি মানুষের জন্য বুদ্ধের করুণাপুর্ণ অন্তর উপলব্ধি করার মাধ্যমে নিজের "বুদ্ধ প্রকৃতির" দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হবে। সমস্ত সাক্ষাতের মাধ্যমে যে "বন্ধন" তা নিজের "বুদ্ধ প্রকৃতিকে" উন্মোচন করার সুযোগ হিসেবে গ্রহন করে, নিজেকে সরাসরি বোধিসত্ত্বের পথে পরিচালিত করা সম্ভব হবে।

যে কোনো সময়,যে কোন ধরনের সাক্ষাতের মাধ্যমে অন্যের "বুদ্ধ প্রকৃতির" দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কর্মক্ষেত্রে হোক বা সমাজে, যারা ভূমিকা পালন করে তারা "অন্যের কল্যানে" সুন্দর অনুভূতি নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়।

আমি প্রতিদিন সকালে মন্দিরে পৌঁছলে, সেদিন যারা মন্দির পরিচর্যার দায়িত্বে থাকেন তারা আমাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাদের মধ্যে কিছু কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চারা ও থাকেন । আমি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে যখন বলি "আজকে মন্দির পরিচর্যার দায়িত্বে পালন করতে এসেছ,মনে প্রানে কর" তারা "হ্যাঁ" বলে জোরে মাথা নেড়ে, এ সময় সাহায্য করার জন্য তাদের চেহারার পরিবর্তন দেখা যায়। শুধু এতটুকু সাক্ষাতের মাধ্যমে সেই শিশুদের অন্তরে দায়িত্বের প্রতি গুরুত্বতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয় বলে আমি মনে করি। ধর্ম শিক্ষায়ও আছে "সবাই বুদ্ধত্ব লাভ করবে", অল্প বয়স থেকেই বুদ্ধের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা অবশ্যই বড় হওয়ার সাথে সাথে "মানুষের কল্যাণে" কাজ করে যেতে পারবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter

A Global Buddhist Movement

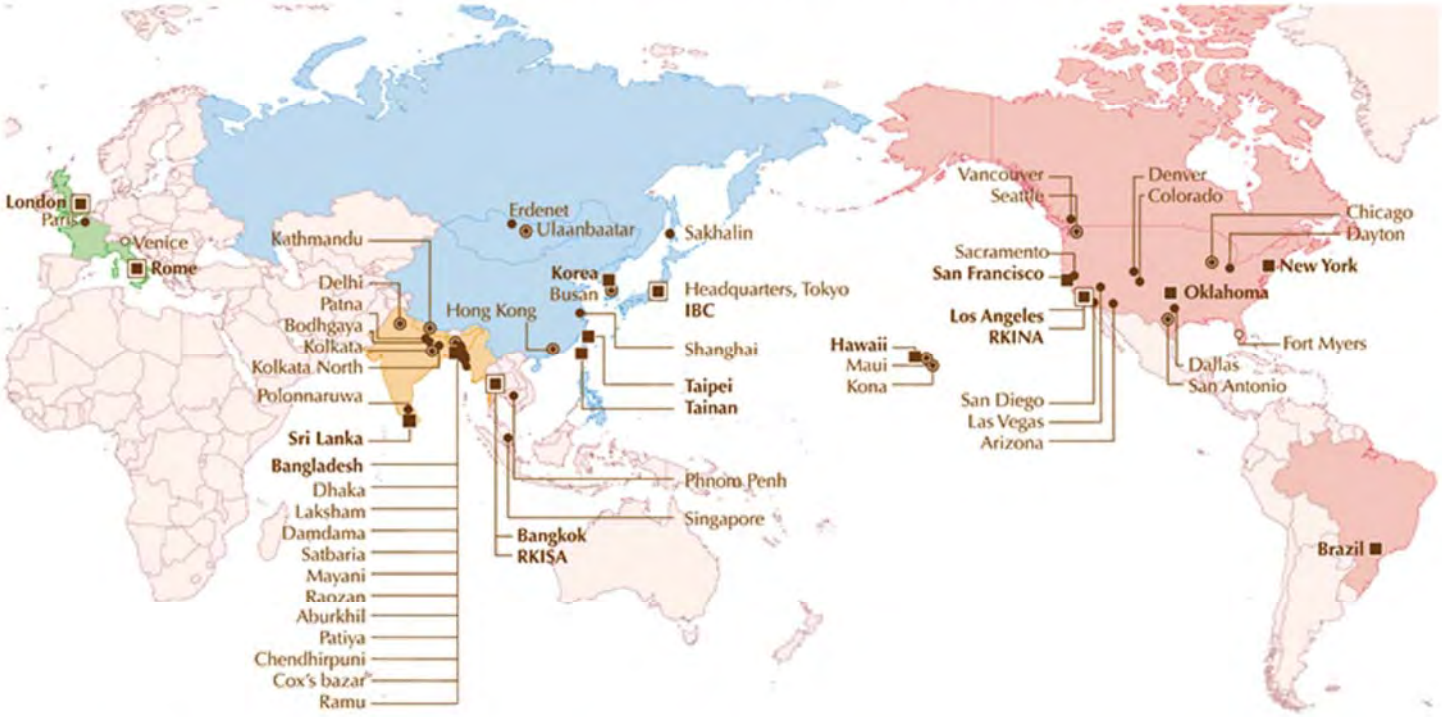

Information about local Dharma centers

facebook

twitter

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp